(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ জানুয়ারি ২০২১

বানিশান্তা ইউনিয়নে কৃষি জমি রক্ষার দাবিতে জনসভা

২ জানুয়ারি শনিবার বিকেল ৩টায় মোংলা-দাকোপের পশুর নদী সংলগ্ন বানিশান্তা বাজার বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা), পশুর রিভার ওয়াটারকিপার এবং বানিশান্তা ইউনিয়ন কৃষি জমি রক্ষা সংগ্রাম কমিটির আয়োজনে বানিশান্তা ইউনিয়ন এ "কৃষক বাঁচাও, দেশ বাঁচাও, পরিবেশ বাঁচাও" শ্লোগানে জনসভার আয়োজন করা হয়।প্রধান অতিথি হিসাবে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এর সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিল উপস্থিত ছিলেন। জনসভায় সভাপতিত্ব করেন বানিশান্তা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সদেব কুমার রায়। জনসভায় বক্তব্য রাখেন পশুর রিভার ওয়াটারকিপার মোঃ নুর আলম শেখ, বানিশান্তা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান সুধাংশু কুমার বৈদ্য, বানিশান্তা ইউনিয়ন আওয়ামীলীগর সাধারণ সম্পাদক পরিমল কান্তি, সাংগঠনিক সম্পাদক সঞ্জিব কুমার মন্ডল, কৃষি জমি রক্ষা সংগ্রাম কমিটির নেতা গৌতম রায়, সত্যজিৎ কুমার গাইন, বিনয় কৃষ্ণ সরদার, প্যানেল চেয়ারম্যান ইউপি সদস্য ফিরোজ আলী খান, নারীনেত্রী আমিরুননেসা প্রমূখ। প্রধান অতিথির বক্তৃতায় বাপা সাধারণ সম্পাদক ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশের সম্বয়কারী শরীফ জামিল বলেন যে কোন উন্নয়ন কর্মকান্ড পরিচালনার আগে সই এলাকার মানুষর সাথে কথা বলে তাদের মতামতের ভিত্তিতে করা উচিত। করোনা সংকটকালে কৃষি আমাদের মায়ের মতো আগলে রেখেছে। তাই কৃষি জমি রক্ষাক অগ্রাধিকার দিয়েই উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। উল্ল্যেখ্য মোংলা বন্দরের চ্যানেলের গভীরতার জন্য ড্রেজিং প্রকল্পের মাটি বাণিশান্তা ইউনিয়নের কৃষি জমিতে ফেলার জন্য জমি হুকুম দখলের অনাপত্তিপত্র চেয়ে বন্দর কর্তৃপক্ষ ইউনিয়ন পরিষদকে চিঠি দেয়ায় এলাকার কৃষকদের মাঝে ক্ষোভ বিরাজ করছে।

সুন্দরবনের দুবলা শুটকি পল্লীর জেলে জনগোষ্টির স্বাস্থ্য নিশ্চিত, সাগর ও সুন্দরবন সুরক্ষা এবং উপকূলীয় স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দাবীতে জনসভা

০৩ জানুয়ারী ২০২১ বিকালে ৫.০০ টায় বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এর উদ্দ্যোগে দুবলার চর এ "সুন্দরবনের দুবলা শুটকি পল্লীর জেলে জনগোষ্টির স্বাস্থ্য নিশ্চিত, সাগর ও সুন্দরবন সুরক্ষা এবং উপকূলীয় স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দাবীতে" জনসভার আয়োজন করা হয়।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ জানুয়ারি ২০২১

০৩ জানুয়ারী ২০২১ বিকালে ৫.০০ টায় বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এর উদ্দ্যোগে দুবলার চর এ "সুন্দরবনের দুবলা শুটকি পল্লীর জেলে জনগোষ্ঠির স্বাস্থ্য নিশ্চিত, সাগর ও সুন্দরবন সুরক্ষা এবং উপকূলীয় স্থায়িত্বশীল উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দাবীতে" জনসভার আয়োজন করা হয়। উক্ত জনসভায় দুবলা ফিশারম্যান গ্রুপের আলহাজ্ব কামাল উদ্দীন আহমেদের সভাপত্তিতে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাপার সাধারন সম্পাদক শরীফ জামিল, অতিথি বক্তা হিসাবে গণতান্তিক বাজেট আন্দোলনের সভাপতি মনোয়ার মোস্তফা, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র মোংলা শাখা, নূরে আলম শেখ, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র কক্সবাজার শাখা ফজলুল কাদের চৌধুরী, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র কলাপাড়া শাখা, মেজবাউদ্দীন মান্নু এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উপকূলীয় অঞ্চলে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নকল্পে কৌশল নির্ধারণী সভা

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) ও ওয়াটারকিপার্স বাংলাদেশ এর যৌর্থ উদ্দ্যোগে ৩-৫ জানুয়ারী ২০২১ উপকূলীয় অঞ্চলে স্থায়ীত্বশীল উন্নয়নকল্পে কৌশল নির্ধারণী সভা সুন্দরবনে অনুষ্টিত হয়। উক্ত কৌশল নির্ধারণী সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাপার সাধারন সম্পাদক শরীফ জামিল, অতিথি বক্তা হিসাবে গণতান্তিক বাজেট আন্দোলনের সভাপতি মনোয়ার মোস্তফা, পশুর রিভার ওয়াটারকিপার ও বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র বাগেরহাট জেলা কমিটির আহ্বায়ক মো. নূর আলম শেখ, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)'র কলাপাড়া শাখা মেজবাউদ্দীন মান্নু, বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) এর কক্সবাজার অঞ্চলের সভাপতি ফজলুল কাদের চৌধুরী এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ জানুয়ারি ২০২১

"নীরব এলাকা ঘোষিত সচিবালয়ের চারপাশে তীব্র শব্দ দূষণ"-শীর্ষক গবেষণার ফলাফল প্রকাশ উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) ও স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এর বায়ুমণ্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্র (ক্যাপস) এর যৌথ উদ্যোগে অদ্য ৯ই জানুয়ারি, ২০২১ শনিবার সকাল ১০.৩০টায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনি মিলনায়তন, সেগুনবাগিচা, ঢাকায় ক্যাপস পরিচালিত "নীরব এলাকা ঘোষিত সচিবালয়ের চারপাশে তীব্র শব্দ দূষণ"-শীর্ষক গবেষণার ফলাফল প্রকাশ উপলক্ষে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

সংবাদ সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেন স্টামফোর্ড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এর মাননীয় উপাচার্য স্থপতি অধ্যাপক মুহাম্মাদ আলী নকী এবং অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন বাপা'র সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিল। এতে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন বাপা'র যুগ্ম সম্পাদক এবং স্টামফোর্ড বায়ুমন্ডলীয় দূষণ অধ্যয়ন কেন্দ্র (ক্যাপস)-এর পরিচালক অধ্যাপক ড. আহমদ কামরুজ্জমান মজুমদার। এছাড়াও এতে বক্তব্য রাখেন বাপার যুগ্ন-সম্পাদক আলমগীর কবির।

সংবাদ সম্মেলন থেকে শব্দ দূষণের ভয়াবহতা থেকে উত্তরণ এর জন্য ১৯টি সুপারিশ তুলে ধরা হয়-

১. সচিবালয়ের ভিতর ও চারপাশে প্রচুর পরিমান গাছ লাগাতে হবে।
২. সচিবালয়ের দেওয়ালে সাউন্ড প্রুফ পাস্টার বোর্ড বসানো যেতে পারে।
৩. বিধিমালা সংজ্ঞা অনুযায়ী চিহ্নিত জোনসমূহে (নীরব, আবাসিক, বাণিজ্যিক, শিল্প ও মিশ্র) সাইনপোস্ট উপস্থাপন করা।
৪. হাইড্রোলিক হর্ণ আমদানি বন্ধ করা, হর্ণ বাজানোর শাস্তি বৃদ্ধি ও চালকদের শব্দ সচেতনতা যাচাই করে লাইসেন্স প্রদান করা।
৫. নিরব এলাকা ঘোষণার আগে পর্যাপ্ত গবেষণা এবং প্রচারণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং চালকদের মাঝে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
৬. অনুমতি ব্যতীত সামাজিক, রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে মাইক বাজানো নিষিদ্ধ করা এবং মাইকের শব্দ সীমিত করা।
৭. ব্যক্তিগত সুরক্ষার জন্য উচ্চতর শব্দের পরিবেশ এড়ানো উচিত।
৮. ট্রাফিক পুলিশদের কানের সুরক্ষা সরঞ্জামগুলি (পিপিই) যেমন কান এবং শ্রুতি সুরক্ষার জন্য কানের প্লেগ বা ইয়ারম্যাফ ব্যবহার করা উচিত।
৯. নিয়মিত ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা।
১০. সড়কের পাশে গাছ লাগিয়ে সবুজ বেষ্টনী তৈরি করা।
১১. আবাসিক এলাকা সমূহকে বাণিজ্যিক এলাকায় রুপান্তরিত না করা।
১২. পরিবেশ অধিদপ্তরের সঙ্গে বাংলাদেশ পুলিশ, বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষ, সিটি কর্পোরেশন, স্থানীয় সরকার এবং বাণিজ্য মন্ত্রণালয় সহ অন্যান্য প্রশাসনিক দপ্তরের সমন্বয় সাধন করা।
১৩. শব্দের মাত্রা অনুযায়ী যানবাহনের ছায়পত্র দেওয়া।
১৪. গণপরিবহণ ব্যবস্থা উন্নত করার মাধ্যমে ব্যক্তিগত যানবাহনের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ।
১৫. পৃথক বাইসাইকেল লাইন চালু করা।
১৬. জেনারেটর এবং সকল প্রকার শব্দ সৃষ্টি যন্ত্রপাতির মান মাত্রা নির্ধারণ করে দেওয়া।
১৭. শব্দের মাত্রা হ্রাসের পদক্ষেপ গ্রহণ ব্যতীত শিল্প-কারখানা স্থাপনে ছাড়পত্র প্রদান না করা।
১৮. কমিউনিটি ভিত্তিক কমিটি করে শব্দ দূষণ সংক্রান্ত আইন ভঙ্গের বিষয়ে তদারকি দায়িত্ব প্রদান করা।
১৯. শব্দ দূষণের ক্ষতি, প্রতিকার ও বিদ্যমান আইন সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ জানুয়ারি ২০২১

কক্সবাজারের মহেশখালী সংলগ্ন কোহেলিয়া নদী সরেজমিনে পরিদর্শন এবং তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) কেন্দ্রিয় কমিটি ও জাতীয় নদী জোট-এর যৌথ উদ্যোগে ১৬ই জানুয়ারি, ২০২১ শনিবার, জাতীয় নদী জোট ও বাপা'র একটি কেন্দ্রিয় প্রতিনিধি দল কক্সবাজারের মহেশখালী সংলগ্ন কোহেলিয়া নদী সরেজমিনে পরিদর্শন করে।কোহেলীয়া নদীর মাতার বাড়ী অংশ থেকে যাত্রা শুরু করে নদীর ইউনুছখালী অংশে পরিদর্শন শেষে নদীর বর্তমান অবস্থা ও পরিদর্শনের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিষয়ে উপস্থিত গণমাধ্যম কর্মীদের সাথে তাৎক্ষনিক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন ।

উক্ত প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিয়েছে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের সদস্য ও জাতীয় নদী জোটের আহ্বায়ক শারমীন মুরশিদ। প্রতিনিধি দলে উপস্থিত ছিলেন বাপা কেন্দ্রিয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিল যুগ্ম সম্পাদক আলমগীর কবির সদস্য অধ্যাপক মনজুরুল কিবরিয়া সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী রাওমান স্মিতা কক্সবাজার আঞ্চলিক শাখার সভাপতি ফজলুল কাদের চৌধুরী সাধারণ সম্পাদক কলিম উল্লাহ্ বাপা মহেশখালী আঞ্চলিক শাখার সভাপতি মোসাদ্দেক ফারুকী সাধারণ সম্পাদক আবু বক্কর ছিদ্দিক সহ বাপা কেন্দ্রিয় ও আঞ্চলিক কমিটিসমূহের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।
১৭ জানুয়ারি উক্ত কমিটি মহেশখালী কোহেলিয়া নদীর বর্তমান অবস্থা নিয়ে কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক বরাবর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন।

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) জাতীয় কমিটির সদস্য ও বাপা মুন্সিগঞ্জ আঞ্চলিক শাখার সম্মানিত সভাপতি এ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমানের উপর হামলার ঘটনায় বাপা কেন্দ্রিয় কমিটি'র নিন্দা ও প্রতিবাদ

গত ১৭ই জানুয়ারি,২০২১ রবিবার রাত ৮টায় মুন্সিগঞ্জ শহরের মাঠপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় সংলগ্ন সড়কে দুর্বৃত্তরা বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) জাতীয় কমিটির সদস্য ও বাপা মুন্সিগঞ্জ আঞ্চলিক শাখার সম্মানিত সভাপতি এ্যাডভোকেট মুজিবুর রহমানের উপর হামলা চালায় এবং প্রাণ নাশের চেষ্টা করে। এ হামলায় তাঁর বামহাতের কনুইয়ের জয়েন্ট ভেঙ্গে যায় এবং তিনি মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হন। মুন্সিগঞ্জ জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। এমন ন্যাক্কারজনক আক্রমণ ও হামলার ঘটনায় বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) কেন্দ্রিয় কমিটি তীব্র নিন্দা জ্ঞাপন করছে এবং দ্রুত দোষী ব্যক্তিদের গ্রেফতার ও বিচারের জোর দাবী জানায়।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ জানুয়ারি ২০২১

জাইকার অর্থায়নে কক্সবাজারের কোহেলীয়া নদী ভরাট করে রাস্তা নির্মাণের" প্রতিবাদে এক সংবাদ সম্মেলন।

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) ও জাতীয় নদী জোট-এর যৌথ উদ্যোগে আজ ২৩ জানুয়ারি ২০২১, শনিবার সকাল ১১.০০টায় ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটি'র সাগর-রুনি মিলনায়তন, সেগুনবাগিচা, ঢাকায় "জাইকার অর্থায়নে কক্সবাজারের কোহেলীয়া নদী ভরাট করে রাস্তা নির্মাণের" প্রতিবাদে এক সংবাদ সম্মেলন অনষ্ঠিত হয়।

জাতীয় নদী জোটের আহ্বায়ক ও ব্রতী'র প্রধান নির্বাহী শারমীন মুরশিদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সংবাদ সম্মেলনে মূল বক্তব্য উপস্থাপন করেন বাপা'র সাধারণ সম্পাদক শরীফ জামিল। এতে আরো বক্তব্য রাখেন বাপা'র যুগ্ম সম্পাদক অধ্যাপক ড. আহমদ কামরুজ্জামান মজুমদার ও হুমায়ুন কবির সুমন, জাতীয় নদী জোটের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সেবা'র নির্বাহী পরিচালক সাঈদা রোকসানা খান শিখা এবং যুব বাপা কর্মসূচির সদস্য সচিব সুপ্রিমকোর্টের আইনজীবী রাওমান স্মিতা প্রমূখ।

সংবাদ সম্মেলন থেকে নিম্ন লিখিত দাবীসমূহ উত্থাপন করা হয়ঃ

১। অবিলম্বে নদী ভরাট করে রাস্তা নির্মাণ কাজ বন্ধ করতে হবে।

২। নদী ভরাট করে রাস্তা নির্মাণ কাজের স্বচ্ছ তদন্ত করে দায়ীদের শাস্তি দিতে হবে।

৩। কোহেলিয়া নদী ও তৎসংলগ্ন সকল খাল ও পাবন অঞ্চল পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ করতে হবে।

৪। যেকোন বৃহৎ প্রকল্প গ্রহণের আগে সমন্বিত, বিজ্ঞানভিত্তিক, স্বচ্ছ ও অংশগ্রহণমূলক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে।

৫। আদালতের রায় যথাযথভাবে মেনে কোহেলিয়াসহ দেশের সকল নদী ও জলাশয় পুনরুদ্ধার ও সংরক্ষণ করতে হবে।

(BAPA)
BANGLADESH PORIBESH ANDOLON

বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা)

বাপার মাসিক বুলেটিন ■ ২০ তম বর্ষ ■ জানুয়ারি ২০২১

হবিগঞ্জের নদী দখল-দূষণ ও পরিবেশ বিপর্যয়- শীর্ষক বাপা'র মতবিনিময় সভা

৩১ জানুয়ারী,২০২১ সন্ধ্যায় হবিগঞ্জ জেলা প্রশাসক সম্মেলন কক্ষে বাংলাদেশ পরিবেশ আন্দোলন (বাপা) ও খোয়াই রিভার ওয়াটারকিপার বাংলাদেশ এর যৌথ উদ্যোগে 'হবিগঞ্জের নদী দখল-দূষণ ও পরিবেশ বিপর্যয়'- শীর্ষক এক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মাহমুদ হাসান। সভাপতিত্ব করেন বাপা হবিগঞ্জ জেলা শাখার সভাপতি অধ্যাপক মো: ইকরামুল ওয়াদুদ। এতে উপস্থিত ছিলেন হবিগঞ্জ জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক ও খোয়াই রিভার ওয়াটারকিপারর্স তোফাজ্জল সোহেল সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে মাহমুদ হাসান বলেন, হবিগঞ্জ জেলায় অনেকগুলো কোম্পানির ফেক্টরী স্থাপিত হয়েছে। যেসকল ফেক্টরী পরিবেশের ক্ষতি করছে তাদের বিরুদ্ধে শীঘ্রই অভিযান পরিচালনা করা হবে। পরবর্তী প্রজন্মকে ভালো রাখতে অবশ্যই পরিবেশ রক্ষা করতে হবে। তিনি বলেন, আশা করি ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২১ এর আগেই হবিগঞ্জে পরিবেশ অধিদপ্তরের কার্যালয় চালু হবে। বক্তাদের দাবীর প্রেক্ষিতে তিনি বলেন, চেষ্টা করব এখানে একজন ভাল কর্মকর্তা দিতে।

৯/১২,ব্লক: এ, লালমাটিয়া, ঢাকা
+৮৮০১৭৯৮০৯৯৯০৯
bapa2000@gmail.com
info@bapa.org.bd